যুগান্তর

তারিখ 01 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইমেলা প্রতিদিন

অমর একুশে গ্রন্থমেলার শেষ দিনে বইপ্রেমীদের উপচে পড়া ভিড় যুগান্তর

শেষ হল অমর একুশে গ্রন্থমেলা

হক ফারুক আহমেদ

শেষ হল অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৫। ভাঙল বইপ্রেমীদের মিলনমেলা। শনিবার সমাপনী দিনে মেলার দুই প্রাঙ্গণ বাংলা একাডেমি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রবেশদ্বার খুলে যায় সকাল ১০টায়। লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ হত্যার প্রতিবাদে গতকাল মেলা সকাল ১১টার পরিবর্তে ১০টায় শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে মেলায় লোকসমাগম কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-ক্রেতাদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। ভিড় ছিল মেলার দুই প্রাঙ্গণেই। এদিকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রকাশকদের ব্যানারে বিকাল ৪টা থেকে ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত লেখক অভিজিৎ রায়ের হত্যার বিচারের দাবিতে প্রকাশকরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। এ সময় মেলায় আগত লেখক-পাঠক ও প্রকাশকরা ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'ধর্মান্ধতার কাছে মাথা বিক্রি করি নাই কলম বেচি নাই', 'মৌলবাদের ভয়ে বই প্রকাশনা বন্ধ করব না', 'মৌলবাদের কাছে মাথা কলম বন্ধক দেইনি' এমনই কথা লেখা ছিল প্রকাশকদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে।

এবারের গন্থমেলার সামগ্রিক চিত্রের দিকে তাকালে প্রথমেই যে বিষয়টি চলে আসে সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হরতাল-অবরোধের মধ্যে পুরো একটি মাস বই কেনা-বেচা হয়েছে। মেলায় বইপ্রেমীদের অবাধ বিচরণ থাকলেও ঢাকার বাইরের পাঠক-ক্রেতাদের মেলা পেয়েছে অন্যবারের চেয়ে অনেক কম। পাশাপাশি মেলার শেষদিকে টিএসসিতে লেখক অভিজিৎ রায়কে হত্যা এবং প্রকাশনা সংস্থা রোদেলা বন্ধ হওয়ায় দেশের লেখক-প্রকাশকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। মেলায় বিক্রি নিয়ে বেশ কয়েকবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রকাশকরা। মেলায় এমতবস্থায় এ থেকে কিছুটা উত্তরণের জন্য প্রকাশকরা মেলার সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানোর আবেদন জানালেও অমর একুশে গ্রন্থমেলা কমিটি এক সপ্তাহের বদলে আড়াই ঘণ্টা সময় বাড়ায়।

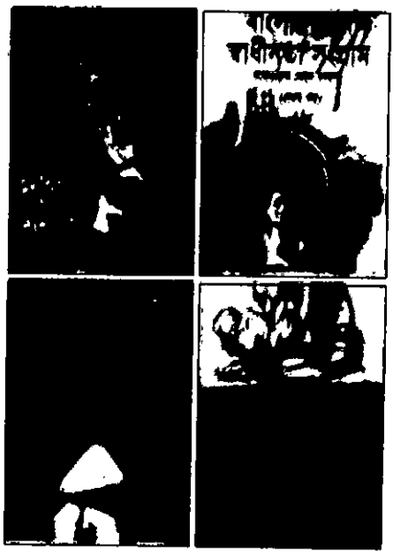

পরিচালনার ভার প্রকাশকদের ওপর ছেড়ে দেয়ার জন্যও বিশেষ দাবি জানান তারা। তাদের ভাষ্য, প্রকাশকরা মেলা পরিচালনা করবে আর বাংলা একাডেমি ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে ৩৭০০টি : এ বছর মেলায় নতুন বই এসেছে ৩ হাজার ৭০০টি। প্রকাশের দিক থেকে এগিয়ে আছে কবিতা। মোট কবিতার বই প্রকাশ হয়েছে ৮৭৭টি, উপন্যাস ৬২৯টি, গল্প ৫৭৪টি। এছাড়া প্রবন্ধ ২০২টি, ছড়া ১৩৭টি, গবেষণা ১১৯টি, শিশুতোষ ৯৪টি, জীবনী ৯০টি, ভ্রমণ ৭৪টি, বিজ্ঞান ৭১টি, ইতিহাস ৫৪টি, মুক্তিযুদ্ধ [illegible]টি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী [illegible]টি, ধর্ম/ধাঁধা [illegible]টি

গ্রন্থমেলা : শেষ হল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৭টি করে এবং অন্য বিষয়ের ওপর এসেছে ৩৩টি নতুন বই। এক মাসে নজরুল মঞ্চে মোড়ক উন্মোচন হয় পাঁচ শতাধিক নতুন বইয়ের।

বিক্রি ২২ কোটি টাকা : বাংলা একাডেমির দেয়া তথ্য অনুযায়ী এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমিসহ সব স্টলে বিক্রি হয়েছে ২১ কোটি ৯৫ লাখ টাকার বই। গত বছর মেলায় এ বিক্রির পরিমাণ ছিল সাড়ে ১৬ কোটি টাকা।

একনজরে এবারের মেলা : এবারের গ্রন্থমেলায় ৩৫৩টি ইউনিটে ৫৬৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। প্যাভিলিয়ন ছিল বাংলা একাডেমিসহ ১১টি। লিটল ম্যাগ চত্বরে ৭২টি প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ছোট ছোট প্রকাশনা সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগে যেসব লেখক বই প্রকাশ করেছেন তাদের বই বিক্রির সুযোগ করে দেয়া হয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে। মেলা প্রাঙ্গণকে বিশিষ্টজনদের নামে ১১টি চত্বরে বিভক্ত করা হয়। লেখকদের জন্য ছিল মনোরম সাজে 'লেখক আড্ডা' শিরোনামে লেখককুঞ্জ। টেলিটকের আর্থিক সহায়তায় মেলার অবকাঠামো নির্মাণ ও সাজসজ্জার সব কাজ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি স্টেপ মিডিয়া লিমিটেড সম্পন্ন করে।

শেষ দিনের নতুন বই : শনিবার মেলার শেষদিনে নতুন ১২৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও মেলার নজরুল মঞ্চে উন্মোচিত হয়েছে ১৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে মেজর জেনারেল এমএ মতিন বীরবিক্রম বিএসসির (অব.) 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪৭ থেকে ৫৭ (প্রথম খণ্ড)', অন্যপ্রকাশ থেকে 'আনিসুজ্জামান দীপ্র প্রতিভা', বিদ্রোহী কৃষকের 'পাইপ', ঐতিহ্য থেকে প্রশান্ত পলাশের 'জরায়ুর কান্না', মাওলা ব্রাদার্স থেকে শাহীন আখতারের 'গদ্যসংগ্রহ (১)', ভাস্কর থেকে আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র', মেধা পাবলিকেশন্স থেকে আসাদ চৌধুরীর 'মেঘের জুলুম পাখির জুলুম', সাহিত্য দেশ থেকে ধ্রুব এষের 'রঙবিধি', মঈনুল আহসান সাবেরের 'মানুষের মেঘ ও মরুভূমি' প্রভৃতি।

মূলমঞ্চের আয়োজন : শনিবার মেলা মঞ্চে ছিল সমাপনী আয়োজন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি সচিব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস। এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। মেলা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মেলা কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি এমেরিটাস প্রফেসর আনিসুজ্জামান। এবার প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় অবদানের জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হাসান ও সৈয়দ ইকবাল। চিত্তরঞ্জন সাহা পুরস্কার পেয়েছে মাওলা ব্রাদার্স। শহীদ মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড ও পাঠক সমাবেশ। রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে সময় প্রকাশন। চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), প্রথমা ও জার্নিম্যান। সমাপনী আয়োজনে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসাদুজ্জামান নূর। শনিবার মেলার সমাপনী দিনে মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'নাট্যকার শম্ভুমিত্র' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প সমালোচক আবুল হাসনাত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হাসান ইমাম, মামুনুর রশীদ এবং এসএম মহসীন। সভাপতিত্ব করেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার, শাম্মী আখতার, তপন মাহমুদ, ফেরদৌস আরা, অদিতি মহসিন, সুজিত মোস্তফা, তানজিল সুলতানা, ফারহানা ফেরদৌসী তানিয়া, সারোয়ার হোসেন ও [illegible]